# করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রুকু: ৬

(১)তোমাদের মধ্যে কারো যদি অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তাহলে সে কি দলের মুরব্বীদের কাছে না-গিয়ে অধার্মিকদের কাছে গিয়ে বিচার চাওয়ার সাহস দেখায়? (২)তোমরা কি জানো না যে, ওলিরাই দুনিয়ার বিচার করবেন? আর দুনিয়ার বিচার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তাহলে তোমরা কি তুচ্ছ বিষয়ের বিচার করার যোগ্যতা রাখো না? (৩)তোমরা কি জানো না যে, আমরা ফেরেস্তাদেরও বিচার করবো? এই দুনিয়ার বিষয় তো সামান্য ব্যাপার!

(৪)তোমাদের যদি জাগতিক কোনো অভিযোগ থাকে, তাহলে তোমরা কি এমন লোকদের বিচারাক নিয়োগ করো, ইমানদারদের মধ্যে যাদের কোনো স্থানই নেই?

(৫)তোমাদের লজ্জা দেবার জন্যই আমি একথা বলছি। এটা কি হতে পারে যে, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ হলে তা মীমাংসা করার মতো জ্ঞানীলোক তোমাদের মাঝে একজনও নেই, (৬)অথচ একজন ইমানদার আরেকজন ইমানদারের বিরুদ্ধে মামলা চালায়- তাও আবার অবিশ্বাসীদের আদালতে?

(৭)আসলে, তোমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা করাটাই তোমাদের পরাজয়। এর বদলে তোমরা অন্যায় সহ্য করো না কেনো? ঠকে যাও না কেনো? (৮)অথচ তোমরাই অন্যায় করছো, তোমরাই ঠকাচ্ছো আর তা করছো ইমানদারদেরই প্রতি!

(৯)তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহর রাজ্যে অন্যায়কারীদের কোনো স্থান নেই? প্রতারিত হয়ো না! দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, জিনাকারী, পুরুষ-বেশ্যা, পায়ুকামী, মহিলা বেশ্যা, (১০)চোর, লোভী, মাতাল, গালাগালকারী এবং লুটেরা- এদের একজনও আল্লাহর রাজ্যে স্থান পাবে না।

(১১)তোমরা কেউ-কেউ অমন লোকই ছিলে। কিন্তু হযরত ইসা মসিহের নামে এবং আমাদের আল্লাহর রুহের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে ধুয়ে পরিষ্কার, পবিত্র ও ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

(১২)"সবকিছুই আমার জন্য বৈধ," কিন্তু সবকিছুই উপকারী নয়। "সবকিছুই আমার জন্য আইনানুগ," কিন্তু আমি কোনোকিছুরই অধীন হবো না। (১৩)"খাবারের জন্য পেট আর পেটের জন্য খাবার," কিন্তু এই দুটোই আল্লাহ ধ্বংস করবেন। শরীর জিনার জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য আর আল্লাহ শরীরের জন্য।

[১৪]আল্লাহ তাঁর ক্ষমতাগুণে মসিহকে মৃত থেকে জীবিত করেছেন এবং আমাদেরকেও মৃত থেকে জীবিত করবেন। [১৫]তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের শরীর মসিহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ? তাহলে আমি কি মসিহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গিয়ে বেশ্যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত করবো? কখনোই না।

[১৬]তোমরা কি জানো না, বেশ্যার সাথে যে মিলিত হয়, সে তার সাথে একদেহে পরিণত হয়? কেননা একথা বলা হয়েছে, "তারা দুজন একদেহ হবে।" [১৭]কিন্তু মসিহের সাথে যে যুক্ত হয়, সে তাঁর সাথে এক- রুহে পরিণত হয়।

[১৮]জিনা থেকে দূরে থাকো! মানুষ যে-সব গুনাহ করে তার সবই দেহের বাইরের কিন্তু জিনাকারী তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই গুনাহ করে।

[১৯]কিংবা তোমরা কি জানো না, তোমাদের দেহ হলো তোমাদের হৃদয়ে বাসকারী সেই আল্লাহর রুহের ঘর, যাঁকে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছো, এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের নও?

[২০]কারণ মূল্য দিয়ে তোমাদেরকে কেনা হয়েছে; সুতরাং, আল্লাহর গৌরবের জন্য তোমাদের দেহ ব্যবহার করো।